অধ্যায়ঃ-৫(পন্য ও পন্যের মূল্য নির্ধারণ)

“পন্যের ধারনা, বৈশিষ্ট্য ও স্তরসমূহ”

পন্যের ধারনাঃ

পন্য বলতে বিক্রয়যোগ্য কোনো কিছুকে বুঝায় যা মানুষের অভাব পূরনের জন্য ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। যেমনঃ চাল, ডাল, আসবাবপত্র ইত্যাদি। পন্য বলতে সাধারনত দৃশ্যমান বস্তুকে বুঝালেও অদৃশ্যমান বস্তুকেও পন্য হিসাবে গন্য করা হয়। যেমনঃ বিভিন্ন ধরনের সেবা,ধারনা,অভিজ্ঞতা ইত্যাদি।

উদাহরনঃ- নদীর পানিকে পন্য বলা যাবে না কিন্তু ওয়াসার পানিকে পন্য বলা যাবে কারন নদীর পানি বিক্রয়যোগ্য নয়,ওয়াসার পানি বিক্রয়যোগ্য এবং এর বাজারমুল্য আছে যা ক্রয় বিক্রয় করা যায়।

পন্যের বৈশিষ্ট্যঃ

সংজ্ঞার আলোকে পন্য ও সেবা একই হলেও পন্যের কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে।যার প্রেক্ষিতে খুবসহজে আমরা পন্যকে চিনে নিতে পারি। নিম্নে এর কিছু বৈশিষ্ট্য দেওয়া হল-

১। দৃশ্যমানতা

২। নির্দিষ্টতা আকার

৩। স্থানের ব্যবহার

৪। সংরক্ষনযোগ্যতা

৫। স্থানান্তরযোগ্যতা

৬। পচনশীলতা

পন্য ও সেবার স্তরসমূহঃ

পন্য পরিকল্পনা গ্রহনের সময় বিপনঙ্কারিকে পন্যের তিনটি স্তর বিবেচনা করতে হয়। যেমনঃ- মৌলিক পন্য, প্রকৃত পন্য, বর্ধিত পন্য। নিম্নে চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো-

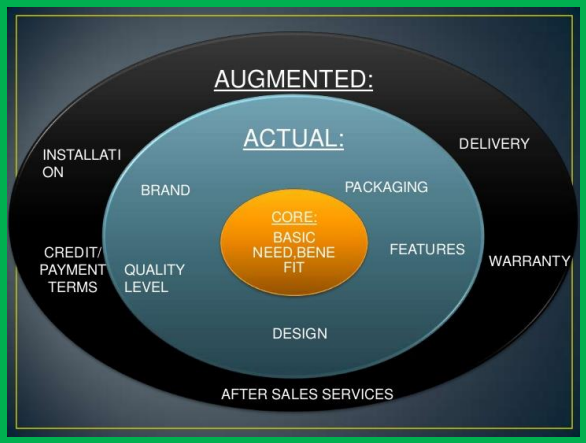

School For Today

মৌলিক পন্যঃ

পন্য ক্রয় করার সময় ভোক্তা যে মৌলিক সমস্যা সমাধানের সুবিধা পায় তার ভিত্তিতে ক্রেতা ভ্যালু গরে উঠে। অর্থাৎ পন্যের মূল সুবিধাটাই হচ্ছে প্রকৃত পন্য।

প্রকৃত পন্যঃ

প্রকৃত পন্য মৌলিক সুবধাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় এবং যার মধ্যে পন্যের মান ,স্তর, বৈশিষ্ট্য, নকশা, ব্রান্ড নাম ও প্যাকেজিং অন্তর্ভুক্ত থাকে। অর্থাৎ মোলিক পন্যের সাথে পন্যের মান ,স্তর, বৈশিষ্ট্য, নকশা, ব্রান্ড নাম ও প্যাকেজিং ইত্যাদি যোগ হয়ে প্রকৃত পন্যের স্তর গঠিত হয়।

বর্ধিত পন্যঃ

মৌলিক কিনবা প্রকৃত পন্য ছাড়াও ক্রেতারা অতিরিক্ত যে সকল সুবিধা প্রত্যাশা করে সেগুলোকে বর্ধিত পন্য বলে।যেমনঃ বিক্রয়োত্তর সেবা, ওয়ারেন্টি, পন্য সহায়তা, সরবরাহ ও ঋন ইত্যাদি। অর্থাৎ বর্ধিত পন্য হচ্ছে প্রকৃত পন্য ও এর সাথে প্রদেয় সেবা ও সুবিধা সমূহ।

School For Today